ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিনে

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সম্পত্তি ভাগ হচ্ছে অমিতাভ বচ্চন পরিবারে

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বড় অবদান রাখবেন রোহিত, প্রত্যাশা গেইলের

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২৫ ● কলকাতা ● ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র ১৫ দিন

সেবাপক্ষ পালন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতিবছরের মত এবছরও কলকাতা বিমানবন্দরের অদূরে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ' ১৫দিন ব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে সেবাপক্ষ পালন করছে। এই উপলক্ষে এই ১৫দিন খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ, ভবঘুরেদের খাদ্য, শীতবস্ত্র ও উপহার প্রদান, আদিবাসী গ্রামে, পথশিশু, বয়স্কদের কম্বল এবং শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানাপ্রকার সেবামূলক কর্মসূচি পালিত হবে। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং বিশ্বমাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সেবাগুরু শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর ৫১ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষেই ৩০ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৫ দিন ৫১টি গ্রাম-অঞ্চলে এই সেবাপক্ষ পালন করা হচ্ছে বলেন জানালেন মুখপাত্র অমিতানন্দ ব্রহ্মচারী । শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজও নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে এই সেবাকার্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

'গরিবরাই সবচেয়ে বড় জাত',

জাতিগত জনগণনা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে মন্তব্য মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গরিবরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতি। যুবসমাজ, নারীরা, কৃষকরা- এই জাতিগুলোই ভারতের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা প্রকল্পের উদ্বোধনে এই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । জাতিগত জনগণনা নিয়ে উত্তাল দেশের রাজনৈতিক মহল। দুই প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়েই মোদির মুখে শোনা যায় গরিব ও মহিলাদের নাম। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার কাছে দরিদ্ররাই সবচেয়ে বড় জাতি। যুবসমাজ, মহিলা, কৃষকরাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় জাতি। এই চার জাতির উত্থান হলেই ভারতের উন্নতি হবে। চার অমৃত স্তম্ভের উপরেই নির্ভর করছে বিকশিত ভারতের সংকল্প। সেই চারটি স্তম্ভ হল, আমাদের নারীশক্তি, যুবশক্তি, কৃষক ও দরিদ্র পরিবার।'একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় এলে জাতিগত জনগণনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। তার মধ্যেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর।

বৃহস্পতিবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। দুটি প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন মোদি। কম দামে উন্নতমানের ওষুধ সরবরাহ করতে জন ঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হবে। দশ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৫

এরপর ৩ পাতায়

বাড়িতে সিবিআই, উদ্ধার রাশি রাশি টাকা,

এর মাঝেই মুখ খুললেন তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাতসকালে প্রথমে তাঁর বাড়ি তারপর ডিএলএড ও বিএড কলেজেও হানা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে সিবিআইয়ের হানা ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বিভিন্ন ডেরায়। যেখানে তল্লাশির মাঝেই তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে রাশি রাশি অর্থ।

তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে বৃহস্পতিবার বিকেলে টাকা গোনার যন্ত্র নিয়ে ঢুকেছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে খবর মিলেছিল, মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের বাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছু টাকা মিলেছে জাফিকুলের বাড়ির শৌচাগার থেকে।রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায় বৃহস্পতিবার সকালে হানা দিয়েছিল সিবিআই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সী তথা বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী এবং কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য

এরপর ৩ পাতায়

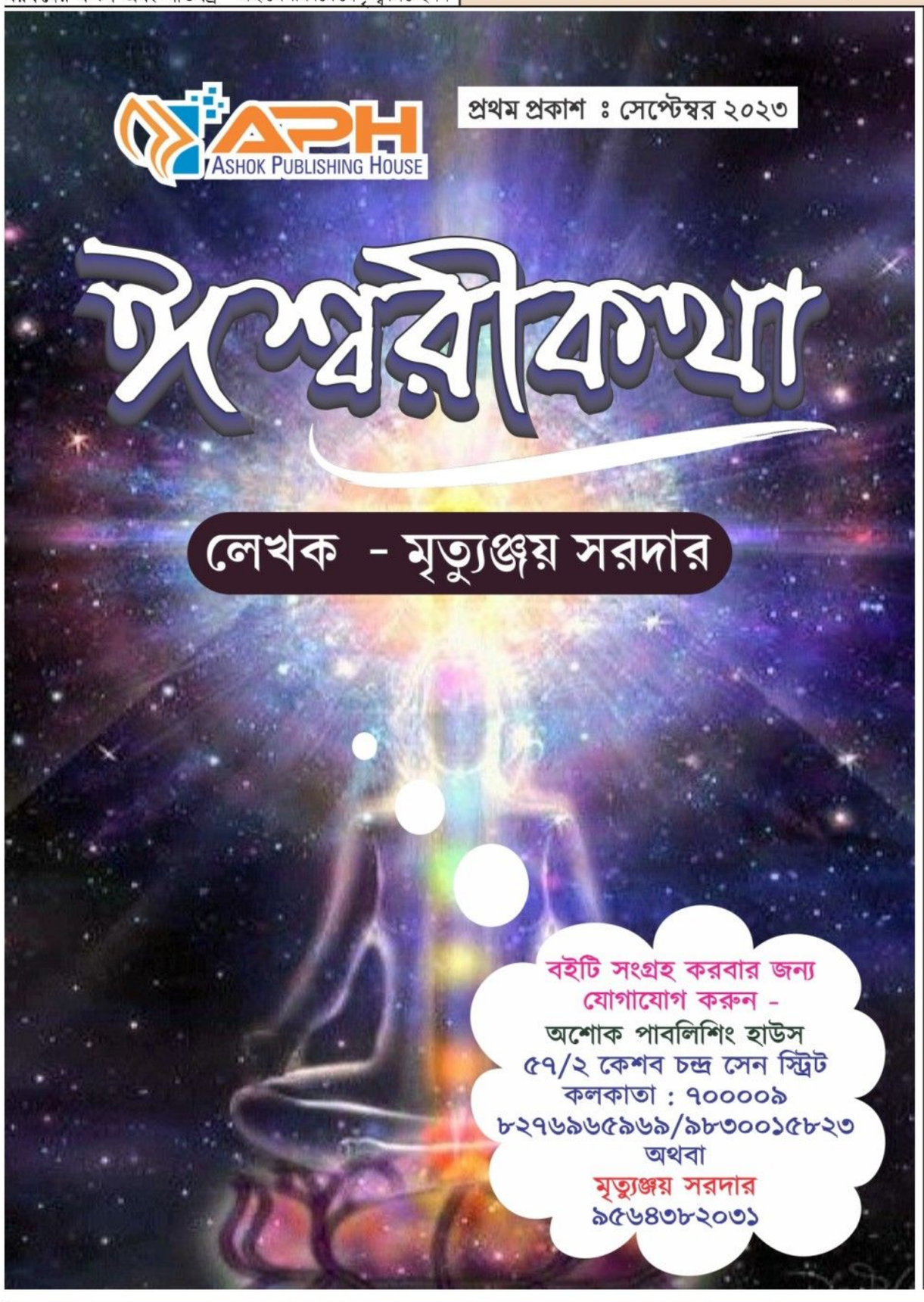

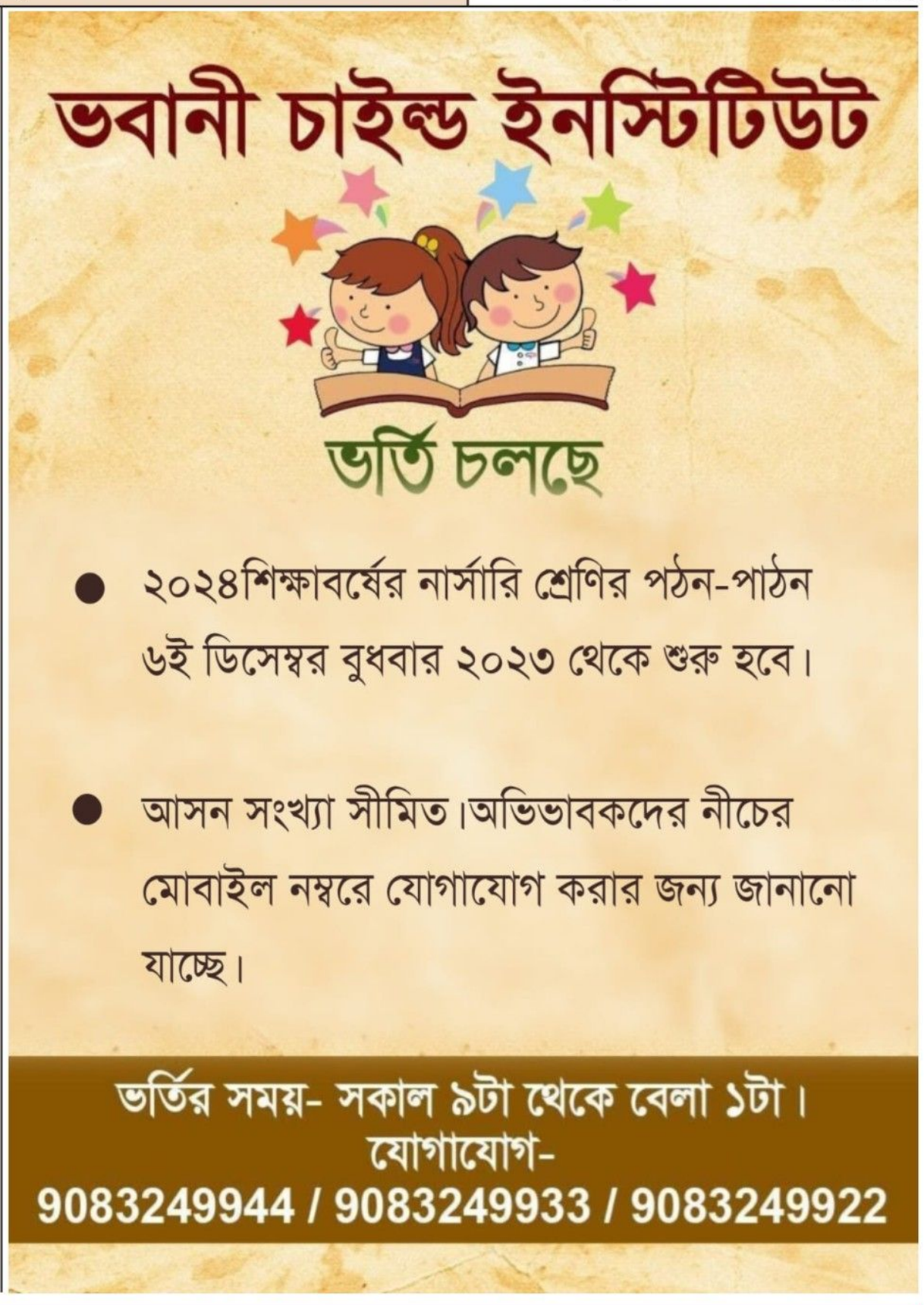

ঘুচবে রাজ্যের বঞ্চনার অভিযোগ?

ষোড়শ অর্থ কমিশন গঠনে ছাড়পত্র কেন্দ্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ষোড়শ অর্থ কমিশন গঠনের যাবতীয় শর্ত এবং নিয়মাবলিতে ছাড়পত্র দিয়ে দিল কেন্দ্র। এই অর্থ কমিশনই ঠিক করে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব ভাগের অনুপাত কী হবে। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলি কীভাবে পরিচালিত হবে, তার নিয়মাবলিও ঠিক করে দেবে এই অর্থ কমিশন।দ্রুত অর্থ কমিশন বসানোর দাবি অনেক দিন ধরেই করে আসছিলেন বিরোধীরা। অবশেষে কেন্দ্র তাতে ছাড়পত্র দিল। এখন প্রশ্ন, রাজ্যে রাজ্যে বঞ্চনার যে অভিযোগ উঠছে, নতুন অর্থ কমিশন কি সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখবে?এমনিতে অর্থ কমিশনের মেয়াদ হয় ৫ বছর। কিন্তু এন কে সিংয়ের নেতৃত্বে যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই অর্থ কমিশনের মেয়াদ অতিরিক্ত এক বছর বাড়ানো হয়। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে। যা নিয়ে অতীতে প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিরোধীরা। বিশেষ করে জিএসটি চালুর পর রাজ্যের ভাগে আসা রাজস্বের পরিমাণ কমেছে, রাজ্য সরকারগুলিকে বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে, এই ধরনের একাধিক অভিযোগ করেছেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঞ্চনার সেই সব অভিযোগের মধ্যেই নয়া অর্থ কমিশন গঠনের শর্তাবলিতে ছাড়পত্র দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার অনুরাগ ঠাকুর সেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ষোড়শ অর্থ কমিশনকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, নতুন অর্থ কমিশন মাত্র দু'বছর সময় পাবে রিপোর্ট পেশ করার জন্য। দ্রুত কমিশনের সদস্যদের কাজ শুরু করতে বলা হবে।

অমিত শাহ নিশ্চয় বলে গিয়েছেন

তারপরই সিবিআই হানা, বললেন ফিরহাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সিবিআইয়ের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন কলকাতার মহা নাগরিক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।নারদ মামলায় নাম রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও। তাঁকে কেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ডাকছেন না, নাম না করে এদিন ফের সেই প্রশ্ন তোলেন শোভন। তিনি বলেন, "শুধু আজকে নয় ধারাবাহিকভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করুক। কিন্তু এভাবে ৬ বছর ধরে কোর্টে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি, আরও একজন রয়েছে, তাঁকে ডাকা হচ্ছে না। এর থেকেই তো উদ্দেশ্য স্পষ্ট।"নারদ মামলায় বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে আদালতে গিয়েছিলেন ফিরহাদ।সেখানেই এদিনের সিবিআই হানা নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। পুরমন্ত্রীর কথায়, 'অমিত শাহ নিশ্চয়ই বলে গিয়েছেন, তারপরই সিবিআই হানা।'

লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে এই ধরনের অভিযানও ততই বাড়বে বলে অভিযোগ করেছেন ফিরহাদ। পুরমন্ত্রী বলেন, 'এসব করে কোনও লাভ হবে না। বিজেপি এইভাবে আমাদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। এজেন্সি পুলিশ দিয়ে লড়াই হয় না। লড়াই হয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংগঠন দিয়ে। যত আমরা আক্রান্ত হব, তত আমরা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেব। বাংলায় কোথাও পায়ের তলার মাটি পাবে না বিজেপি।'

ফিরহাদের পাশাপাশি এদিন নারদ মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র। ফিরহাদের সুরে মদনও বলেন, "গতকাল অমিত শাহ এলেন। আর আজ সিবিআই অভিযান। মানুষই এর বিচার করবে।"

শোভনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বান্ধবী বৈশাখীও। এজেন্সির ততপরতা নিয়ে শোভন বলেন, 'আগে রেড হলে মানুষ ভাবত, পর্যালোচনা করত, এখন মানুষের একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে- মানুষও জানে যে এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। রাজনৈতিক কারণেই এই অভিযান।'

দুবাইয়ের নতুন বছরের ইভেন্টগুলি স্টাইলের সাথে

উদযাপন এবং অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন

নতুন বছরে উদযাপন জন্য গন্তব্য জুড়ে এই সেরা দর্শনীয় অভিজ্ঞতা এবং অফারগুলির সাথে একটি অবিস্মরণীয় ছুটি উপভোগ করুন

Kolkata, 29th November 2023: নিউজ সারাদিন : নতুন বছরের কাউন্টডাউন শুরু হওয়ার সাথে সাথে, দুবাই বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্টের সাথে স্থানীয় এবং পযটক উভয়কেই আকর্ষণ করতে প্রস্তুত, যা ২০২৪-এ পা রাখার একটি সত্যিকারের স্মরণীয় উপায় নিশ্চিত করে। শ্বাসরুদ্ধকর আতশবাজি প্রদর্শন থেকে শুরু করে একচেটিয়া পার্টিতে, এখানে শীর্ষ ইভেন্টগুলি রয়েছে যা হবে শহরকে আলোকিত করুন এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুন।

বুর্জ খলিফা ফায়ারওয়ার্কস এক্সট্রাভাগানজা:

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে একটি জমকালো ক্যানভাস তৈরি করে রাতের আকাশকে আলোকিত করবে এমন একটি মন্ত্রমুগ্ধ আতশবাজি প্রদর্শনের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর আইকনিক বুর্জ খলিফাতে যান।

'বিউটি অ্যান্ড দ্য বেস্ট' থিমযুক্ত নববর্ষের প্রাক্কালে দুবাইয়ের বিশাল পালাজো ভার্সেসে পার্টি:

পালাজো ভার্সেস দুবাই 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বেস্ট' নাট্য অভিজ্ঞতার আয়োজন করতে প্রস্তুত, যা অতিথিদের একটি প্রাণবন্ত উদযাপনে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যার খাবারের সময় বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্টের ক্লাসিক গল্পের উপর ভিত্তি করে লাইভ বিনোদন থাকবে। ৩১শে ডিসেম্বরের প্রাক্কালে, অতিথিদের বারান্দায় পানীয় এবং ক্যানাপে দিয়ে স্বাগত জানানো হবে। আর ঘড়ির কাঁটা যখন মাঝরাতে বাজে, তখন দুবাই ক্রিক জুড়ে বিশাল আতশবাজি প্রদর্শন করা হবে।

সিই লা ভি দুবাইতে নববর্ষের আগের দিন উদযাপন

দুবাইয়ের গ্ল্যামারের সারমর্ম কে আলিঙ্গন করে, সিই লা ভি দুবাই, মাল্টি-সেন্সরি রেস্তোরাঁ লাউঞ্জ, ৩১শে ডিসেম্বর অতিথিদের বিনোদন, কাউন্টডাউন এবং কমনীয়তার রাতে আমন্ত্রণ জানায়।

নিক্কি বিচ দুবাইতে সেরা বিচ পার্টি দিয়ে বছর শুরু করুন:

১ জানুয়ারী, নিক্কি বিচ দুবাই আন্তর্জাতিক ডিজে গুলির সাথে সারা দিন আনন্দময় সুরের একটি নিরবচ্ছিন্ন সাউন্ডট্র্যাক প্রদান করে তার স্বাক্ষরিত সেলিব্রেশন অফ লাইফের প্রতিশ্রুতি দেয়। একদিকে আইকনিক দুবাই স্কাইলাইন এবং অন্যদিকে আরব উপসাগরের ফিরোজা জল উপেক্ষা করে অতিথিরা বিশ্বমানের খাবার এবং স্বাক্ষর ককটেল উপভোগ করতে পারেন।

মেগাব্লাস্ট এবং জি. জামরার সাথে কোকো বে এর নববর্ষের আগের দিন উদযাপন

'জুপিটার্স জঙ্গল' অ্যামাজোনিকো দুবাই, ডিআইএফসি -তে নববর্ষের আগের দিন

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় তেলঙ্গানায়

চলছে বিধানসভার ভোট

হায়দরাবাদ: নিউজ সারাদিন : নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে তেলঙ্গানা বিধানসভার ১১৯ আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। নকশাল অধ্যুষিত ১৩টি বিধানসাভা আসন ছাড়া বাকি ১০৬ টি আসনে বিকেল পাঁচটা পযন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তার কারণে বিকেল চারটে পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে।বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও এবার দুটি বিধানসভা আসনে নিজের ভাগ্যপরীক্ষায় নেমেছেন। নিজের গড় হাজওয়েল ছাড়াও কামারেড্ডি জেলার একটি আসন থেকে লড়ছেন তিনি। ১১৯ আসনে ভাগ্যপরীক্ষায় নেমেছেন ২,২৯০ প্রার্থী। তার মধ্যে ২২১ জন মহিলা। তৃতীয় লিঙ্গেরও এক প্রার্থী রয়েছেন। তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেতারা। উল্টোদিকে কংগ্রেস এবং বিজেপিও আত্মবিশ্বাসী কেসিআরের (রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও) কুর্সি দখলের হ্যাটট্রিক রুখে দেওয়ার বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী। খাতায়-কলমে ত্রিমুখী লড়াই হলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেস ও ভারত রাষ্ট্র সমিতির মধ্যে। একাধিক জনমত সমীক্ষা, কুর্সি দখলের লড়াইয়ে অবশ্য কংগ্রেসকে সামান্য এগিয়ে রেখেছে।

বিধানসভার ভোটকে ঘিরে রাজ্যে কার্যত উৎসবের পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সকাল-সকালই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন আম নাগরিক। পাশাপাশি রাজনেতা থেকে শুরু করে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিজের তারকাদের অনেকেই প্রথম দু'ঘন্টার মধ্যে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষেণ রেড্ডি, এআইএমআইএম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আজহারউদ্দিন, আল্লু অর্জুন, চিরু।

ভারতে চালু হচ্ছে বুলেট ট্রেন

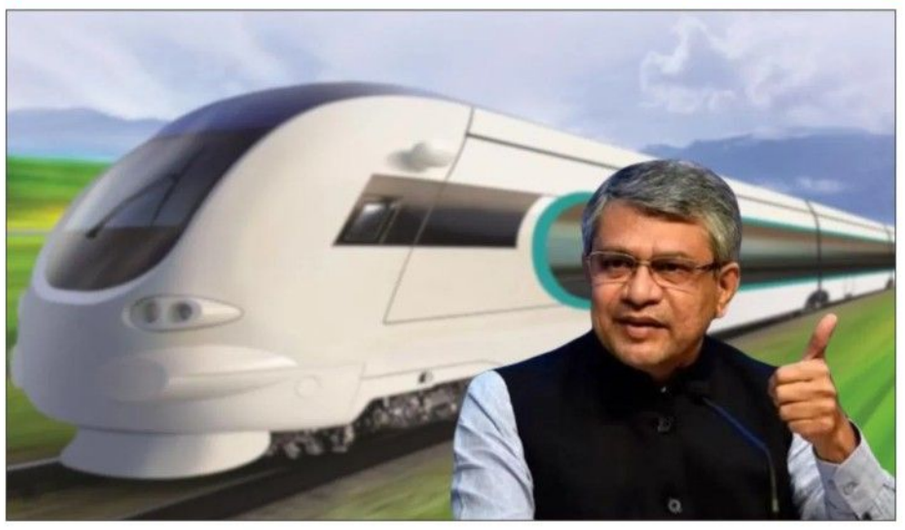

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের ট্রেন হল বুলেট ট্রেন । চিন, জাপানে রয়েছে এই ট্রেন। ভারতেও এই ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিল মোদী সরকার। এবার বুলেট ট্রেন নিয়ে বড় আপডেট মিলল। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার জানালেন, আগামী ২০২৬ সালের মধ্যেই ভারতে প্রথম বুলেট ট্রেন চালু হয়ে যাবে।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, করোনাকালের আগের সময়ের তুলনায় ট্রেনের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে ১৭৬৮টি মেইল/এক্সপ্রেস সার্ভিস ছিল, সেখানেই বর্তমানে ২১২৪টি এক্সপ্রেস ট্রেন চলে। শহরতলিতেও ট্রেনের সংখ্যা ৫২২৬ থেকে বাড়িয় ৫৭৭৪ করা হয়েছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংখ্যা ২৭৯২ থেকে বাড়িয়ে ২৮৫৬ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতীয় রেলমোট ৬৪০ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৭৫০ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়াই লক্ষ্য বলে জানান রেলমন্ত্রী। বুলেট ট্রেন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ১০০ কিলোমিটার রেলপথের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ২৩০ কিলোমিটার পথে কাজ চলছে।পাশাপাশি দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে আরও মজবুত করতে একাধিক পরিকল্পনার ঘোষণাও করেন তিনি। কথা বলেন কবচ সিস্টেম নিয়ে।

বুধবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জানান, দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন চলবে গুজরাটে। বিলমোরা থেকে সুরাট অবধি ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ আগামী ২০২৬ সালে অগস্ট মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। তিনি জানান, বুলেট ট্রেন ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কে আমূল পরিবর্তন আনবে। পাশাপাশি রেল দুর্ঘটনা এড়াতে মজবুত করা হচ্ছে কবচ সিস্টেম, যা মুখোমুখি রেল সংঘর্ষ আটকে দেবে। একইসঙ্গে কাজ চলছে গজরাজ সিস্টেম নিয়েও। ভারতীয় রেলের তরফে এই প্রযুক্তি আনা হচ্ছে হাতির সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষ রুখতে। দেশের আরও বিভিন্ন প্রান্তে নতুন রেল নেটওয়ার্ক তৈরির কথাও বলেন রেলমন্ত্রী।

স্বাস্থ্য সাথী থেকে বাদ

১৪২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প থেকে অপসারিত রাজ্যের ১৪২টি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান। সাময়িকভাবে প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে । ৩ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মের অভিযোগে সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য দফতর।কদিন আগেই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতর। 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের রোগী দেখতে হলে এ রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন থাকতেই হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিবৃতি জারি করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে 'অন্য রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দেখা যাবে না স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের রোগীকে। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের রোগী দেখতে থাকতেই হবে বাংলার রেজিস্ট্রেশন। ভিন রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন থাকলে নথিভুক্ত করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে।'স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ৪টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনিয়ম, নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। কোনও হাসপাতালে আবার ভর্তি-সহ একাধিক ত্রুটি। আবার কোথাও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যসাথীর নির্দিষ্ট গাইডলাইন। এমন একাধিক অভিযোগে এবার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প থেকে সরিয়ে দেওয়া হল কলকাতার ৪টি বেসরকারি হাসপাতাল-সহ রাজ্যের মোট ১৪২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে।

স্বাস্থ্য দফতরের নিজস্ব তদন্তে দেখা গিয়েছে যে একাধিক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোটুকুও নেই। তার উপর বেশ কয়েকটি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথীর নির্দিষ্ট নিয়মও মানছে না বলে দেখা গিয়েছে। এরমধ্যে ৪টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং আরও ৪টি প্রতিষ্ঠানে তদন্ত চলছে বলে এই মুহূর্তে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবা নিয়ে যেসব অভিযোগ জমা পড়েছে, তার ভিত্তিতে অভিযোগ খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনিয়মের কথা বলেছেন, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের সদস্য উতপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরোধীদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী নামেই আছে, তার সুফল পাচ্ছে না রাজেয়র মানুষ। এই নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন বিজেপি নেতা ও চিকিতসক নেতা ইন্দ্রনীল খাঁ, চিকিতসক ও বিজেপি নেতা। বিরোধীদের অভিযোগের পাল্টা জবাব এসেছে রাজ্যের শাসক শিবির থেকে।

কিন্তু রোগ নিরাময়ে যে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভরসা সেখানেই যদি একের পর এক অনিয়ম হয় তাহলে কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ? উঠছে প্রশ্ন।

১-ম পাতার পর

'গরিবরাই সবচেয়ে বড় জাত', জাতিগত জনগণনা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে মন্তব্য মোদির

হাজারটি কেন্দ্র বানানো হবে দেশজুড়ে। এদিন সেই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মহিলা কিষাণ ড্রোন কেন্দ্রগুলোও উদ্বোধন করেন মোদি। দেশজুড়ে ১৫ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ড্রোন তুলে দেওয়া হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোন দেওয়া শুরু হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই ১৫ হাজার গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে যাবে ড্রোনগুলো। কী কাজে লাগবে এই ড্রোনগুলো? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রে নানা সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া যাবে এই ড্রোনের মাধ্যমে। চাষের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম পাঠানো ছাড়াও অন্যান্য কাজে এই ড্রোন ব্যবহার করতে পারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো।

১-ম পাতার পর

বাড়িতে সিবিআই, উদ্ধার রাশি রাশি টাকা, এর মাঝেই মুখ খুললেন তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম

দাশগুপ্তের বাড়ি। দেবরাজের দু'টি বাড়িতে যান তাঁরা। তবে দুপুর ৩টের মধ্যে ওই দু'টি ঠিকানা থেকে বেরিয়ে যায় সিবিআই। বাপ্পাদিত্যের বাড়ি থেকেও দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ বেরিয়ে যান তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের একটি অংশের সূত্রে দাবি, বিধায়কের শোয়ার ঘরেও তল্লাশি অভিযান চলছে। সেখান থেকেও প্রচুর টাকা মিলেছে বলেই দাবি সিবিআইয়ের ওই সূত্রের।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জাফিকুলের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে সিবিআই। বিধায়ক বর্তমানে বিধানসভার অধিবেশনের জন্য কলকাতায় রয়েছেন। সিবিআই কর্তারা জাফিকুলের বাড়িতে ঢুকতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে বাড়ির গোটা চত্বর ঘিরে ফেলা হয়। এর পর দুপুর নাগাদ নিয়ে আসা হয় টাকা গোনার যন্ত্র। পরে সিবিআই সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বিধায়কের বাড়ির শৌচাগারের লফ্‌ট থেকে সাত লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের ওই অংশের দাবি, জাফিকুলের 'বেডরুম' থেকেও প্রায় ২৪ লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলেই দাবি। যদিও এ ব্যাপারে সিবিআইয়ের তরফে প্রকাশ্যে বা সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি কিছু সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে। সেই টাকাই তাঁর বাড়িতে ছিল।এ ব্যাপারে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "কোনও কোনও সূত্রে বলা হচ্ছে, জাফিকুলের বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে। সেই টাকা বৈধ না অবৈধ, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। যদি ব্যবসার টাকা হয়, তা হলে তার বৈধতা নিয়ে কার কী বলার আছে? আর যদি অবৈধ হয়, তা হলে দলের অবস্থান আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন জিরো টলারেন্স।"

ফোনে আনন্দকে জানান, 'আমি বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছি। বাড়ি স্ত্রী ও মেয়ে রয়েছে। সিবিআই আধিকারিকরা গিয়েছেন তাঁদের কাজে, বাড়ির লোককে বলেছি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে। তবে যে বয়াপারে তদন্ত করতে গেছে, নিয়োগ দুর্নীতি, কোনও দিনও ১ পারসেন্টও সংযোগ ছিল না। যোগাযোগ রাখিনি। আজও নেই। আগামীতেও থাকার প্রশ্ন নেই।'

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য-র ঘনিষ্ঠ তিনি। যে প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়কের সংযোজন, 'বেসরকারি কলেজ চালিয়েছি, সরকারি অনুমোদন নিয়েই। কেন্দ্র ও রাজয় সরকারের যৌথ অনুমোদনে চলেছে। কলেজ চালানোর স্বার্থে পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতিতে পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট যোগাযোগ ছিল না, আজও নেই।'

এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে :

ভারতের জি২০ সভাপতিত্ব এবং এক নতুন বহুপাক্ষিকতার ভোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ ভারতের জি২০ সভাপতিত্ব গ্রহণের ৩৬৫ দিন পূর্ণ হল। এই মুহূর্তটি 'বসুধৈব কুটুম্বকম', 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'-এর চেতনাকে প্রতিফলিত করার, পুনরায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার এবং এর পুনরুজ্জীবনের ক্ষণ। গত বছর যখন আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম, তখন বিশ্ব বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েছিল: কোভিড ১৯ অতিমারির করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসা, ক্রমশ প্রলম্বিত হতে থাকা জলবায়ু সম্পর্কিত বিপদ, আর্থিক অস্থিরতা, উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া- এই সবই বহুপাক্ষিকতার চেতনাকে আরও ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছিল। দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার এই আবহে উন্নয়নমূলক সহযোগিতা বাধা পাচ্ছিল, ব্যাহত হচ্ছিল প্রগতি।

জি২০-র সভাপতিত্ব গ্রহণের পর ভারত বিশ্বকে এই দম বন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মুক্তির এক বিকল্প পথ দেখিয়েছিল। জিডিপি- কেন্দ্রিক উন্নয়নের বদলে জোর দিয়েছিল মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নে। ভারত বিশ্বকে মনে করিয়েছিল- কী আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমাদের উচিত কী আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পারে, তার ওপর জোর দেওয়া। শেষ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল- বহু মানুষের আশা-আকাঙ্খার সামনে হার মানতে হয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষীকে। এজন্য বহুপাক্ষিকতার যে ধারণা আমাদের মধ্যে ছিল, তার মৌলিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজন পড়েছিল।

অন্তর্ভুক্তি, উচ্চাকাঙ্খী, কর্মমুখী এবং নির্ণায়ক- এই চারটি শব্দ জি২০-র সভাপতি হিসেবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সংজ্ঞায়িত করে। এই নীতিগুলির রূপায়নে আমরা কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম, জি২০ সদস্য রাষ্ট্রগুলির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নতুন দিল্লি ঘোষণাপত্র তার প্রমাণ।

আমাদের সভাপতিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিকরণের চেতনা। জি২০-র স্থায়ী সদস্য হিসেবে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি ৫৫টি আফ্রিকি দেশকে এই মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই এর মধ্যে পড়ে। এই সক্রিয় উদ্যোগ, বিশ্বজনীন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলিকে নিয়ে আরও ব্যাপক আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে।

ভারতের আয়োজনে 'ভয়েস অফ দ্য গ্লোবাল সাউথ সামিট'-এর দুটি অধিবেশন, বহুপাক্ষিকতার নতুন ভোরের সূচনা করেছে। আন্তর্জাতিক আলোচনায় ভারত অনুন্নত বিশ্বের কণ্ঠস্বরকে মূল ধারায় তুলে ধরেছে এবং এমন এক যুগের সূচনা করেছে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বমঞ্চে তাদের ন্যায্য অবস্থান গ্রহণ করতে পারছে।

এই অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রভাব জি২০-র প্রতি ভারতের অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরও পড়ে একে জনসাধারণের সভাপতিত্ব করে তুলেছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের উপযুক্ত। অনুষ্ঠানগুলিতে 'জন ভাগিদারি' বা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জি২০ -কে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ১৪০ কোটি নাগরিকের কাছে, দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে উঠেছে এর অংশীদার। জি২০-র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃহত্তর উন্নয়নমূলক লক্ষ্যগুলির দিকে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি যাতে আকর্ষণ করা যায়, ভারত তাও সুনিশ্চিত করেছে।

২০৩০ অ্যাজেন্ডার মাঝ বরাবর সময়ে এসে ভারত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গ-সাম্য এবং সুস্থিত পরিবেশের মতো আন্তঃ-সংযুক্ত বিষয়গুলিতে সর্বজনীন কর্মমূখী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি)অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জি২০ ২০২৩ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

এই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে এক সুদৃঢ় ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এক্ষেত্রে ভারত আধার, ইউপিআই ও ডিজি লকারের মতো ডিজিটাল উদ্ভাবনের বৈপ্লবিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছে। জি২০-র মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল গণ পরিকাঠামোর একটি ভাণ্ডার গড়ে তুলেছি, যা বিশ্বজনীন প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এই ভাণ্ডারে ১৬টি দেশের ৫০টিরও বেশি ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো রয়েছে। এই ভাণ্ডার অনুন্নত বিশ্বকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের সুফল পেতে এবং ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

আমাদের এক বিশ্বের জন্য আমরা জরুরি, দীর্ঘমেয়াদী এবং ভারসাম্যমূলক পরিবর্তন আনতে উচ্চাকাঙ্খী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্য স্থির করেছি। ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং এই গ্রহকে রক্ষার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, দিল্লি ঘোষণারও সবুজ উন্নয়ন চুক্তি তার মোকাবিলা করে। এজন্য এক সার্বিক পথ নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে যেখানে কর্মসংস্থান ও বাস্তুতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক, পণ্য ও পরিষেবার ভোগ জলবায়ু সচেতন এবং উৎপাদন পরিবেশ বান্ধব। জি২০ ঘোষণায় বিশ্বজুড়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ গুণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বিশ্বজনীন জৈব জ্বালানী জোট প্রতিষ্ঠা এবং গ্রীণ হাইড্রোজেনের জন্য এক সমন্বিত প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জি২০ এক স্বচ্ছ ও সবুজ বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। ভারতও বরাবরই এই নীতি অনুসরণ করে এসেছে।

সুস্থিত উন্নয়নের জন্য জীবনধারা (লাইফ)-র যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ব উপকৃত হতে পারে।

ঘোষণাপত্রে জলবায়ু সংক্রান্ত ন্যায়-বিচার ও সাম্যের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য গ্লোবাল নর্থ বা সম্পন্ন বিশ্বের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার আবেদন জানানো হয়েছে। এই প্রথম উন্নয়নের জন্য অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর মাত্রা বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের জাতীয় স্তরে নির্ধারিত অবদানে (এনডিসি) পৌঁছতে উন্নয়নশীল দেশগুলির ৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার লাগবে বলে জি২০ স্বীকার করেছে।

এই বিপুল পরিমান সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে জি২০ আরও উন্নত, বৃহত্তর ও বেশি কার্যকর বহুপাক্ষিক উননয়ন ব্যাঙ্কের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। এর পাশাপাশি ভারত রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারেও অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মতো প্রধান শাখাগুলির পুনর্গঠন প্রয়োজন। তবেই ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে।

ঘোষণাপত্রের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল লিঙ্গ-সাম্য। আগামী বছর নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মীগোষ্ঠী গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। ভারতে মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩, ভারতের সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

নতুন দিল্লি ঘোষণাপত্র এইসব অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে নীতির সমন্বয়, নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য এবং জলবায়ু সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতার এক নতুন চেতনা মূর্ত করে তুলেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় যে আমাদের সভাপতিত্বের সময় জি২০ ৮৭টি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফলাফল অর্জন করেছে, ১১৮টি নথি গ্রহণ করা হয়েছে, যা আগের তুলনায় অনেক বেশি।

আমাদের জি২০ সভাপতিত্বে ভারত ভূ-রাজনৈতিক বিষয়সমূহ এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ এবং সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচার হত্যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি নিতে হবে। শত্রুতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাকে বেছে নিতে হবে আমাদের, জোরের সঙ্গে বলতে হবে এটা যুদ্ধের যুগ নয়।

আমি আনন্দিত যে আমাদের সভাপতিত্বের সময়ে ভারত অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে : বহুপাক্ষিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে, অনুন্নত বিশ্বের কণ্ঠস্বরকে তুলে আনা হয়েছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই করা হয়েছে।

আজ যখন আমরা ব্রাজিলকে জি২০-র সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করছি, তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস- সাধারণ মানুষ, এই গ্রহ, শান্তি ও প্রগতির জন্য আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপের শব্দ, আগামী বছরগুলিতেও অনুরণিত হবে।

আনন্দময় দিব্যপুরুষ
শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী-র

৫১ তম আবির্ভাব তিথি উৎসব
উপলক্ষে

৫১টি গ্রামে
১৫ দিন সেবাপক্ষ উদ্‌যাপন
৫১ টি প্রত্যন্ত গ্রাম এবং আদিবাসী অঞ্চলের মানুষকে ৩০ নভেম্বর থেকে ১৫ দিন স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সেবা, খাদ্য সেবা, শীতবস্ত্র প্রদান, কম্বল প্রদান সহ নানাবিধ সেবাপ্রদান করা হবে।
ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, দক্ষিণ কোমালিয়া, নিউ বারাকপুর, কলকাতা-১৩১।
৯১৮৩৬৯৩৩৮৩, ৯৭৪৮৯ ১৬০৪০

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২৫ সংখ্যা ০১ ডিসেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিধানসভায় 'চপ' চর্চা! বিজেপি বিধায়কের কাছে খাওয়ার আবদার মন্ত্রীদের

ধরনা, স্লোগানে উত্তাল বিধানসভা। এর মধ্যেই 'চপ' সৌজন্যের রাজনীতির সাক্ষী থাকল অধিবেশন। বিজেপির বিধায়কের কাছে চপ খাওয়ানোর আবদার জানালেন তৃণমূল মন্ত্রী-বিধায়করা। 'শত্রু' শিবিরের নেতা-মন্ত্রীদের নিজের জেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। রীতিমতো রেঁধে খাওয়ানোর প্রস্তাবও দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর চপশিল্পের প্রসঙ্গও টেনে আনেন বাঁকুড়ার বিধায়ক। তাঁর কথায়, 'আমি নিজেই বেকার। একইসঙ্গে রান্না করতে ভালোবাসি। তাই শাসকদলের বিধায়করা এলে চপ খাওয়াতে পারব।' আগে বঙ্গ রাজনীতিতে চপশিল্প নিয়ে হাজার চাপানউতোরের সাক্ষী থাকলেও এবার এই চপকে কেন্দ্র করেই অন্য এক রাজনীতি দেখল বিধানসভা।বুধবার প্রশ্নোত্তর পর্বে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরের একাধিক টোল প্লাজাতে পর্যটকদের যে সমস্যা হয় হয় তা মেটানোর জন্য পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের কাছে অনুরোধ জানান বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। পর্যটন মন্ত্রী জানান, বিষয়টি পরিবহণ দপ্তরের অধীনে। তবুও বিষয়টির সঙ্গে যখন পর্যটকরা জড়িত তা নিয়ে তিনি কথা বলবেন।এর পরই বিজেপির বিধায়কের কাছে চপ খাওয়ার আবদার জানান মন্ত্রী। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাসরাও একই আব্দার করেন। সেই প্রেক্ষিতে বিজেপির বিধায়কও সকলকে বাঁকুড়ায় আসার আমন্ত্রণ জানান। পরে নীলাদ্রিশেখর দানা জানান, বাঁকুড়ার মানুষ খেতে এবং খাওয়াতে খুবই ভালোবাসে। শাসকদলের মন্ত্রী, বিধায়করা যদি বাঁকুড়ায় আসেন তাহলে জেলার মানুষ অবশ্যই তাঁদের স্বাগত জানাবেন। বাঁকুড়ার মানুষ চপ-মুড়ি খেতে খুবই ভালোবাসে। সারাদিনে একবার এই খাবার না খেলে তাঁদের খাদ্যতালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একইসঙ্গে পোস্ত এবং বিউলির ডাল খেতেও বাঁকুড়ার মানুষ ভালোবাসে। বিধায়ক আরও বলেন, 'আমি নিজে রান্না করতে বেশ ভালোবাসি। তাঁরা যদি আসেন তাহলে সেটা আরও ভালোভাবে করা যাবে।'

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(চতুর্থ পর্ব)

কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার অভাব অথচ প্রশাসনিকভাবে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় না। কাগজের সম্পাদকের কি নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এহেনে অবিচার চলছে। রাজনৈতিক নেতারা চাইছে মৃত্যুঞ্জয়কে যে কোন কৌশলগতভাবে মেরে দেয়া হোক , সেটা ঘটে গেলেই লাভ হবে একশ্রেণী রাজনৈতিক নেতাদের। সেই কারনে নেতারা এতটাই মরিহা হয়ে লেগেছে। লোকাল সব খবর কম বেশি থাকার সত্ত্বেও কেমন যেন নির্বাক হয়ে রয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

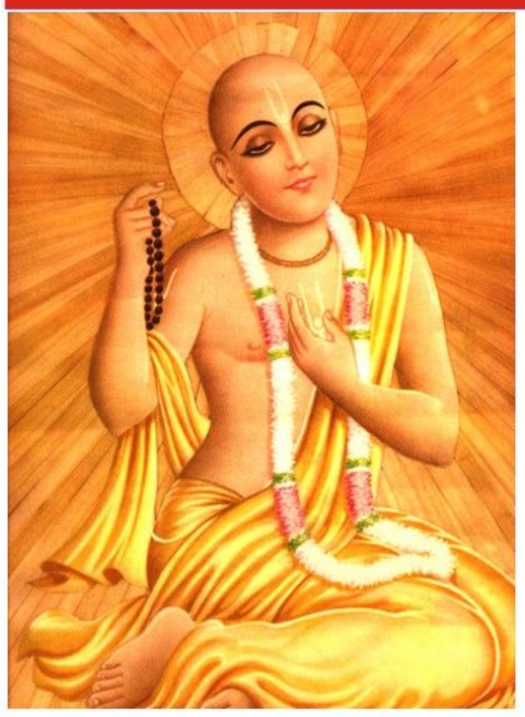

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সদগতি বা সমাধিবিষয়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের নিশ্ছিদ্র অজ্ঞতা সম্ভবপর হতো না। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাঁ পায়ে জরাব্যাধের শরাঘাত এবং চৈতন্যের বাঁ পায়ে 'ইটাল' বা ইটের টুকরোর আঘাত এতে যেন কৃষ্ণ-চৈতন্য সমীরণের তত্ত্বটিকেই বড় করে তুলে ধরেছেন জয়ানন্দ।লোচনদাস বলেছেন, চৈতন্য নিজ-জনদের বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র 'তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট'।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। তারা নিজেরাই দাবি করত, তারও বিদেশাগত এবং ভারতীয়দের জয় করে এদেশের দখল নিয়েছে। এমনকি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেও তার প্রচলিত হিন্দুদের জন্য দেয় জিজিয়া করও তারা দিত না। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য-ব্রাহ্মণেরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে তারাও নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। আর যাই হোক বৈদিকধর্ম যুক্তি-বিজ্ঞান বহির্ভূত অলীক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এই ধর্মে সবার উপরে ব্রাহ্মণ রয়েছে বলেই এর এক নাম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ধর্মমতে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই বর্ণবাদের কথা আছে। মূলে চার বর্ণীয় হলেও বর্ণের মধ্যে আবার হাজার হাজার জাতিতে (ছয় হাজারের উপরে) বিভক্ত। এক জাতির অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহাদি বা কোনো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলে না। এক জাতি অন্য জাতির আহার গ্রহণ করে না। সবকিছুতে বিভেদ। নিম্নর্ণের হিন্দু যতই চরিত্রবান, সদগুণসম্পন্ন হোন না কেন, তিনি কোনো ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হতে পারেন না। ধর্মীয় কাজের অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণই। এমনকি নিম্নবর্ণের লোকদের বেদ পাঠের অধিকার নেই। বেদ মানতে হবে অথচ পড়া যাবে না কথাটা পরস্পর বিরোধী। ব্রাহ্মণেরা বেদবাক্য বলে যা বলবে তাই মানতে হবে! সত্যমিথ্যা জানার অধিকার কারও নেই! আবার এজন্য ব্যবস্থাও করেছে চমৎকার লেখাপড়া শিখে যদি বেদ পড়ে বুজরুকি ধরে ফেলে কেউ, তাই লেখাপড়া শেখাই মানা!তাই

বঙ্গদেশের নমঃজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তা হল, নমঃজাতির লোকেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা সমস্ত কার্যে পারদর্শী এবং শৌর্যবীর্যে অত্যন্ত উচ্চস্থানে ছিলেন। রাজকার্যে, সেনাবাহিনী ইত্যাদির বীরত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজারাও নমঃজাতির লোক ছিলেন। সেই কারণেই পালরাজাদের রাজ্যচ্যুত হওয়া ও কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক বিজয় সেনের শাসনকালেই নমঃজাতির অধঃপতন শুরু হয় এবং বল্লাল সেনের আমলে তা চূড়ান্তপর্যায় পৌঁছায়। সেনরাজারাই রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে বঙ্গদেশ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মুছে দিয়েছিল। বল্লাল সেন ঘোষণা করেছিল বাংলার সমস্ত বৌদ্ধরা হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করবে, নয়তো মৃত্যুকেই বরণ করবে। যারা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারা শূদ্রবর্ণে ঠাঁই পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা বৃত্তি অনুযায়ী কায়স্থ, বৈদ্য, রাজবংশী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, কপালি, তেলি, মালি, ভুঁইমালি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়। কিন্তু নমঃজাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ বৈদিকধর্ম গ্রহণ করতে রাজি না হয়ে রাজশক্তির ভয়ে পালিয়ে নদীনালা, খালবিল, জল-জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন। বর্তমান কালের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলা ওই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। নতুন পুনর্বসিত ব্রাহ্মণেরা আগেই তাঁদের বৈদিকিকরণ করতে না পেরে চণ্ডাল গালি দিয়ে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। রাজা বল্লাল সেন ক্রোধভরে তাঁদের চণ্ডাল নামকরণ পাকাপাকি করে চিরস্থায়ী ভাবে অস্পৃশ্য করে রাখার বন্দোবস্ত করে।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের ইতিহাস না লিখলে এই লেখাটি আজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অত্যান্ত প্রাচীনকাল থেকে জড়িয়ে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম।সিন্ধু থেকে হিন্দু শব্দটি এসেছিল এটা আমরা বহুকাল ধরে বলে আসছি। তাই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে একটু উপলব্ধি করায় আমাদের কর্তব্য।আর্য-পূর্ব ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতা বা মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত। তখনকার লোকেরা প্রকৃতি-পূজারী ছিলেন। তখন স্বাভাবিক নিয়মে ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে যে ধর্ম গড়ে ওঠে, সেই ধর্মই ছিল আদি "সনাতনধর্ম"। সেই ধর্মে কোনো বর্ণভেদ ছিল না, জন্মগত কারণে কেউ উঁচু, কেউ নীচু ছিলেন না। সেই যুগে অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের জন্ম হয়েছিল। তাঁরাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মানবিক উন্নতিকল্পে ধর্মীয় নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁদের 'বুদ্ধ' বলা হত। আর্য-পূর্ব ভারতে এরকম সাতাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়।

আর্যরা ভারতে এসে মূলনিবাসী ভারতীয়দের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ন্যায়-নৈতিকতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সনাতনধর্মকে তছনছ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্রপাত করে। ওই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধর্মগ্রন্থ বেদ রচনা করা হয়। এই জন্য ওই ধর্মকে বৈদিকধর্মও বলা হয়। সেই ধর্মে উচ্চ-নীচ ক্রমানুসারে বর্ণবিভাগ করে সমাজে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করা হয়। বর্ণগুলি হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শূদ্রদের মধ্যে আবার বহু জাতপাতের সৃষ্টি করা হয়। অনেককে অস্পৃশ্যও করা হয়। সকল বর্ণ ও জাতের মধ্যে কর্মবিভাগ করে বিভিন্ন অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সম্পত্তি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাঁরা অমানবিকতার শিকার হয়ে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় হন।তবে বুদ্ধধর্ম কথাটি না লিখলে এলাকাটি আজ হয়তো সম্পন্ন হতো না।

গৌতমবুদ্ধের ধর্মমত "বৌদ্ধধম্ম" প্রচারিত হলে ওই ধর্মের ন্যায়-নৈতিকতা, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার উদারতা দেখে অধিকাংশ ভারতবাসী মুগ্ধ হন। ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে অধিকাংশ ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতসম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ওই ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ফলে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ক্ষমতা ও অধিকার ভোগের সমাপ্তি ঘটে এবং দেশে আবার ন্যায়-নৈতিকতা ও সামাজিক সাম্য ফিরে আসে।সম্রাট অশোকের শাসনকালে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে ব্রাহ্মণদের সমাজে সর্বোচ্চ আসনে থাকা ও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার সুবিধা না থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্মও অবদমিত অবস্থায় থাকে। ফলে ব্রাহ্মণেরা রাগে ফুঁসতে থাকে।কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে তাদের কিছু করার ছিল না। অবশেষে সম্রাট অশোকের বংশধর বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনানায়ক পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন দখল করলে বহুদিন মাথা নত করে থাকা ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যলাভের পর পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এবং উৎকট নির্যাতনের অভিযান চালায়। দেশে বৌদ্ধধর্ম পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এজন্য সে সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করার আদেশ দেয় এবং প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর মাথার বিনিময়ে একশো স্বর্ণমূদ্রা ঘোষণা করে। ফলে বহু বৌদ্ধভিক্ষু মারা পড়েন এবং বাকিরা নেপাল, ভুটান ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যান। এভাবেই ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন হয়। ইতিহাস যা বলছে ভারতবর্ষের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটলেও একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা। পালরাজাদের শাসনকাল পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অটুট ছিল। কেননা পালরাজারা নিজেরাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পালরাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ রাজা বিজয় সেন বঙ্গদেশ দখল করলে সেখানেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার শুরু হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সহায়তায় বাংলায় সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে এনে ভূমি দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে বসানো হত, যাতে তারা আর্যবর্জিত বঙ্গদেশে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের সে প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। রাজা বিজয় সেনের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।তবে পুষ্যমিত্রের রাজ্যলাভের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় আরও কঠোর অবস্থান নিয়ে ফিরে আসে। ওই সময় পুষ্যমিত্রের আদেশে সুমতি ভার্গব নামক এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নতুন করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংবিধান কুখ্যাত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি লেখা হয়। চতুর্বর্ণ ও জাতপাত প্রথা আরও কঠোর অবস্থানে ফিরে আসে। পুনরায় মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণেরা সবার উপরে থেকে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক শূদ্র এবং কিয়দংশ অস্পৃশ্য হয়ে অধিকারহীন অবস্থায় দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে থাকেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সিনেমা হল খুলছেন সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'টাইগার ৩' দিয়ে দু'বছরের মন্দা কাটিয়েছেন সালমান খান। সেই আনন্দেই এবার দিলেন নতুন ঘোষণা। সারা ভারত জুড়ে সিনেমাহল খুলতে চলেছেন সালমান।

পরিকল্পনাটা অনেক আগেই নেয়া। তবে মাঝে কোভিডের কারণে সব পিছিয়ে দিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সালমান বলেন, আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। আসলে এটা বাস্তবায়নে অনেকটা সময় দরকার। জমি, নির্মাণকাজ, লোক নিয়োগ সব মিলিয়ে বিরাট কর্মযজ্ঞ। তবে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরই কাজ শুরু করব। ধীরে ধীরে শুরু করব। তবে করবই, এই বিষয়ে নিশ্চিত।

এর নাম হতে পারে সালমান টকিজ। অন্য হলের তুলনায় এখানে টিকিটের দাম হবে অনেকটাই কম। করমুক্ত টিকিট মিলবে এই সিনেমা হলে। স্বাভাবিক ভাবেই দাম অনেকটাই কম হবে টিকিটের। বাচ্চা ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য বিনামূল্যে মিলবে টিকিট।

ভয়ানক বিপদের পরার কথা জানালেন ক্যাটরিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অ্যাকশন সিনেমার জুড়ি নেই বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফের। পর্দায় কখনো বন্দুক হাতে, কখনো আবার টাফ-ফাইটে ঘায়েল করেন শত্রুপক্ষকে। কিন্তু, এবার এক অ্যাকশন দৃশ্যে শুট করতে গিয়ে মাঝ আকাশে মৃত্যুর মুখ পরেন এ অভিনেত্রী।

একবার হেলিকপ্টারের ভেতরে স্টান্ট করতে গিয়ে ভয়ানক বিপদে পড়েন অভিনেত্রী। মাঝ আকাশে হঠাৎ শুরু হয় ঝড়। নিয়ন্ত্রণ হারায় হেলিকপ্টার, দ্রুত নামতে থাকে নিচের দিকে। ভয় পেয়ে যান ক্যাটরিনা।

অভিনেত্রী বলেন, 'মনে হচ্ছিল এটাই আমার শেষ দিন। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। ঈশ্বরকে ডাকছিলাম। আর খালি একজনের কথাই মনে পড়ছিল। তিনি আমার মা। মনে হচ্ছিল, মা ঠিক থাকবে তো!'

তবে শেষমেশ বেঁচে ফেরেন ক্যাটরিনা। কিন্তু সেই দিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেননি কিছুতেই।

এই দীপাবলিতে মুক্তি পেয়েছে ক্যাটরিনা কাইফ, সালমান খান অভিনীত 'টাইগার ৩'। এতে ভরপুর অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা গিয়েছে তাকে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০০ কোটির টাকার ব্যবসা করেছে এই ছবি।

সম্পত্তি ভাগ হচ্ছে অমিতাভ বচ্চন পরিবারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন পরিবারের অন্দরের সমীকরণ যেন নিত্য দিন বদলাচ্ছে। ঘটনাবহুল তাঁদের অন্দরমহল। তবে গোটাটাই যেন রয়েছে ধোঁয়াসার পুরু আস্তরণে পিছনে। দিন কয়েক আগেই শোনা যাচ্ছিল, বচ্চনদের বাড়ি ছেড়ে নাকি বাপের বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছেন 'বচ্চন বহু' ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন।

এছাড়াও শাশুড়ি জয়া বচ্চন ও ননদ শ্বেতা বচ্চনের অম্লমধুর সম্পর্কের ফিসফিসানি অনেকেরই কানে গেছে। বচ্চনদের বাড়ির দীপাবলির পুজাতেই গড়হাজির ছিলেন পুত্রবধূ বউমা ঐশ্বরিয়া রাই। মেয়েকে নিয়ে দীপাবলির আগেই শহর ছাড়েন তিনি। তবে এবার শোন যাচ্ছে নতুন তথ্য। চলতি বছরের দীপাবলিতে বাবা অমিতাভ বচ্চন নাকি মেয়ে শ্বেতাকে উপহার স্বরূপ লিখে দিয়েছেন তাঁর সাধের প্রতীক্ষা।

অমিতাভ বচ্চনের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন তাঁকে এই বাংলোটি উপহার দেন। বলা যেতে পারে অভিনেতার প্রথম সম্পত্তি এটা। এই বাড়িতেই অমিতাভ থাকতেন তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে। প্রতীক্ষায় দুটি অংশ রয়েছে। একটি ৮৯০.৪৭ স্কোয়্যার ফুটের। অন্যটি ৬৭৪ স্কোয়্যার ফুট।

গত ৮ নভেম্বর এই গিফট ডিড সই করা হয়েছে বলেই খবর। গিফট ডিডেন নথির ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। সঙ্গে জানা গেছে, এই গিফট ডিডের জন্য ৫০.৬৫ লাখ টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি দেয়া হয়েছে। অমিতাভ এবং জয়া যৌথ ভাবে তাঁদের মেয়ে শ্বেতাকে এই বাংলো উপহার দিলেন।

তবে এই বাংলোর দাম আনুমানিক ৫০ কোটি। তাহলে কি বচ্চনদের অন্দরের মনোমালিন্যের জেরেই কি শুরু হয়েছে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা? তাই জন্যই কি দীপাবলির পুজাতে এলেন না ঐশ্বরিয়া রাই! এমন নানা জল্পনা ঘুরপাক করছে মায়ানগরীতে, তবে উত্তর রয়েছে শুধু অমিতাভ বচ্চনদের কাছেই।

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন পরমব্রত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুস্মিতা চ্যাটার্জি। আড়াই বছরের মধ্যেই টলিউডে পোক্ত অবস্থান করে নিয়েছেন। প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, দেব এবং জিতের মতো সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করে ফেলেছেন। ফলে তাকে ঘিরে টালিগঞ্জে চর্চাও হচ্ছে বেশ।

২৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে তার সিনেমা 'মানুষ'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ঢাকার নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার। এতে জিৎ-সুস্মিতা ছাড়াও আছেন ঢাকার বিদ্যা সিনহা মিম, কলকাতার জীতু কমল প্রমুখ।

পরপর বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ভারতীয় গণমাধ্যকে সুস্মিতা বলেন, 'নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কিন্তু এটাও জানি যে, এর পেছনে আমার কতটা লড়াই রয়েছে। পাশাপাশি পরিশ্রম এবং ভাগ্যেরও প্রয়োজন। তিন বছর পর আজ নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও একটা বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। শুধু মনে হয়, এই সুযোগগুলোকে যেন ধরে রাখতে পারি।'

তারকা হিসেবে সুস্মিতার প্রেম নিয়ে গুঞ্জন-চর্চা রয়েছে। তবে তার সাফ জবাব, 'এই মুহূর্তে আমি সম্পর্কে নেই। সেই পাট চুকিয়ে দিয়েছি। এখন ক্যারিয়ারে মন দিতে চাই। কোনও সম্পর্কে জড়াতে চাই না। আগে সম্পর্কে ছিলাম। কিন্তু এখন কাজে মন দিতে চাই।'

সুস্মিতার ভাষ্য, 'একটা মানুষের কাছে আমি খুব সাধারণ কিছু জিনিস চাই। একটু আমাকে বুঝবে, যত্ন নেবে আর ভালোবাসবে। কিন্তু ভালো মানুষ পাওয়াই মুশকিল। কারণ, অতীতেও সম্পর্কে আমাকে ঠকানো হয়েছে।'

মডেলিংয়ের মাধ্যমে কেরিয়ার শুরু করে এখন অভিনয় করছেন। অভিনয়ে তার কারণে অনেকেই নাকি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। সে বিষয়টিও পরিস্কার করেছেন এই অভিনেত্রী।

সুস্মিতা জানালেন, 'আসলে কেউ কাউকে কোণঠাসা করে না। পরিবর্তন তো সব জায়গায় হয়। কাল ওরা করেছে, আজকে আমি করছি। আগামী কাল আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবে। কেউ কারও কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, এটা হতে পারে না। কপালে লেখা থাকলে কাজটা আমি করব, না লেখা থাকলে অন্য কেউ করবে।

ইতালি ফুটবলে

ইতিহাস গড়লো ১৫ বছরের ফ্রান্সেসকো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স মাত্র ১৫ বছর ৮ মাস ১৬ দিন। এত অল্প বয়সে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক, স্বপ্নের চেয়েও যেন বেশি কিছু। তবে ইতালিয়ান সিরি-আতে এই বয়সে এসি মিলানের মত ঐতিহ্যবাহী দলের হয়ে অভিষেক ঘটলো সদ্য কৈশোরে পা রাখা ফ্রান্সেসকো কামারদার। ফিওরেন্টিনার বিপক্ষে রোববার রাতে ৮৩তম মিনিটে লুকা জোভিকের পরিবর্তে যখন মাঠে নামেন ফ্রান্সেসকো, তখনই ইতিহাসটা গড়ে ফেলেন তিনি।

ইতালিয়ান ফুটবলের ইতিহাসে এখন ফ্রান্সেসকো কামারদাই হলেন সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার, যার সিরি-আ তে অভিষেক হলো। অভিষেক ম্যাচটা জয় দিয়েই রাঙ্গালেন তরুণ এই ফুটবলার। ১-০ গোলের ব্যবধানে ফিওরেন্টিনাকে হারিয়েছে এসি মিলান। পেনাল্টি থেকে গোলটি করেছেন থিও হার্নান্দেজ।

ম্যাচের প্রথমার্ধের একেবারে ইনজুরি সময়ে গিয়ে পেনাল্টি পেয়ে যায় এসি মিলান। ফ্যাবিয়েন প্যারিসি বক্সের মধ্যে এসি মিলান ফুটবলারকে আক্রমণাত্মক চ্যালেঞ্জ করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজার রেফারি। স্পট কিক নেন থিও হার্নান্দেজ। জড়িয়ে যায় ফিওরেন্তিনার জালে। ম্যাচে ওই গোলটিই হয়ে থাকলো একমাত্র জয়সূচক।

এ নিয়ে সিরি-আ তে শেষ ৫ ম্যাচের মধ্যে একটি মাত্র ম্যাচে জয় পেলো মিলান। তবে এমন এক ম্যাচেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবলে পথচলা শুরু হলো ফ্রান্সেসকো কামারদার।

এসি মিলানের কোচ স্টেফানো পিওলি ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে বলেন, 'দুর্দান্ত এক ফুটবলার ফ্রান্সেসকো। অসাধারণ এক কিশোর। তার অনুশনীলন, কর্মকাণ্ড- তাকে অসাধারণ ফুটবলারে পরিণত করেছে। তার প্রতি আমরা সবাই খুশি। আমার বয়স ৫৮। হয়তো বা আমি তার দাদার বয়সী।'

ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের পর পয়েন্ট টেবিলে এসি মিলানের অবস্থান এখন তৃতীয়। ১৩ ম্যাচে তাদের অর্জন ২৬ পয়েন্ট। ৩২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে রয়েছে ইন্টার মিলান। ২০ পয়েন্ট নিয়ে ৬ নম্বরে রয়েছে ফিওরেন্তিনা।

কোচ পিওলি বলেন, 'প্রথমার্ধে দারুণ খেলেছি আমরা। তবে এটাই আমাদের সেরা সামর্থ্য নয়। এর চেয়ে ভালো করার সামর্থ্য আছে আমাদের।'

কাদিসকে হারিয়ে লা লিগার

শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিনিসিউস জুনিয়রের অনুপস্থিতি একটুও বুঝতে দিলেন না রদ্রিগো। এর আগের ম্যাচগুলোতে ফিনিশিংয়ে সেভাবে নিজের সামর্থ্যের ছাপ রাখতে না পারা তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড করলেন জোড়া গোল। পাশাপাশি অবদান রাখলেন জুড বেলিংহ্যামের গোলে। দুই তরুণের নৈপুণ্যে কাদিসকে অনায়াসে হারিয়ে লা লিগার শীর্ষে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রতিপক্ষের মাঠে ২৬ নভেম্বর রাতে ৩-০ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

প্রথম তিন মিনিটে দুটি শট লক্ষ্যে রাখে রিয়াল। তবে কাদিস গোলরক্ষক হেরেমিয়াস লেদেসমাকে খুব একটা ভাবাতে পারেনি সেগুলো। ষষ্ঠ মিনিটে আরেকটি শটও অনায়াসেই ঠেকান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক। সফরকারীদের প্রবল চাপ সামাল দিয়ে একটু একটু করে আক্রমণে উঠতে শুরু করেছিল কাদিস। তাদের হতাশায় ডুবিয়ে চতুর্দশ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে নেন রদ্রিগো। ডি বক্সে বল পেয়ে জায়গার অভাব শট নিতে পারছিলেন না তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। কাদিসের কয়েকজন খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে ডি বক্সের মাথা থেকে ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন তিনি।

শুরুতে একাদশে ছিলেন না রদ্রিগো। ব্রাহিম দিয়াসের অসুস্থতায় শেষ মুহূর্তে দলে আসেন তিনি। তার নৈপুণ্যেই চালকের আসনে বসে রিয়াল। ৩৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি বেলিংহ্যাম। খুব কাছ থেকে তার হেড যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। পরের মিনিটে দুর্দান্ত সেভে কাদিসকে হতাশ করেন আন্দ্রি লুনিন। ডি বক্সের বাইরে থেকে রজার মার্তির বুলেট গতির শট রেয়াল গোলরক্ষক ব্যর্থ করে দেন দারুণ ডাইভে। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ফের সুযোগ পান মার্তি। এবার আড়াআড়ি শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। পোস্ট ঘেঁষে বল বেরিয়ে যেতেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল পেতে পারত রিয়াল মাদ্রিস। গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন রদ্রিগো, পাশেই ছিলেন আরেক ফরোয়ার্ড হোসেলু। কিন্তু ঠিকঠাক শটও নেননি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, আবার সতীর্থর খুব একটা কাছেও বাড়াননি। অফসাইড ভেবেই হয়তো গোলের চেষ্টাতে যাননি হোসেলু! তিনি টোকা লাগাতে পারলেই স্কোরলাইন হয়ে যেত ২-০। ৬৩তম মিনিটে ফের একটুর জন্য গোল পায়নি রিয়াল। ডি বক্সের বাইরে থেকে লুকা মদ্রিচের শট লাগে পোস্টে। ফিরতি বলও বেরিয়ে যায় রদ্রিগোর পাশ দিয়েই কিন্তু নাগালে পাননি তিনি।

তবে পরের মিনিটেই চমৎকার ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রদ্রিগো। প্রতি-আক্রমণে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে দুই জনকে এড়িয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে জাল খুঁজে নেন তিনি। চলতি আসরে এটা তার পঞ্চম গোল। দ্বিতীয় গোলে সহায়তা করার একটু পরেই খুড়িয়ে খুড়িয়ে মাঠ ছাড়েন মদ্রিচ।

বাইসাইকেল কিকে গারনাচোর চোখ ধাঁধানো গোল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এ ধরনের গোল সচরাচর দেখা যায় না। কেউ কেউ তো মৌসুমের সেরা গোলের স্বীকৃতিও দিয়ে দিতে চাচ্ছেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর্জেন্টাইন তারকা আলেহান্দ্রো গারনাচো বক্সের বামকোন থেকে যেভাবে দূর পাল্লার বাইসাইকেল কিকে গোল করে এভার্টনকে হারালো, তা রীতিমত বিস্ময়কর। যেই দেখেছে, চোখ ধাঁধানো গোলটি লেগে আছে তার চোখে।

রোববার রাতে খেলার তৃতীয় মিনিটেই আলেহান্দ্রো গার্নাচোর দুর্দান্ত বাইসাইকেল কিকে গোলের সঙ্গে এভার্টনের জালে আরও দু'বার বল জড়িয়েছে ম্যানইউ। সে সঙ্গে চেনা ছন্দে ফিরে এসেছে রেড ডেভিলরা। এভার্টনের মাঠে গিয়ে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

বয়স এখনও খুবই কম। অনূর্ধ্ব-১৯ এর গন্ডিও পার হননি। এই বয়সেই গার্নাচোকে বিশ্বের সম্ভাব্য সেরা ফুটবলার হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। তার প্রমাণও তিনি দিলেন অসাধারণ বাইসাইকেল কিকটি করে।

গোডিসন পার্কে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বল চলে যায় এভার্টনের বক্সের ডানপ্রান্তে। সেখান থেকে লম্বা ক্রস করেন দিয়েগো দালত। বল বাতাসে ভেসে চলে যাচ্ছিলো ডান উইংয়ে। পেছন দিকে গিয়ে প্রায় ২০ গজ দুর থেকে অ্যাক্রোবেটিক স্টাইলে হঠাৎই বাইসাইকেল কিকটি করে বসেন গার্নাচো। চোখের পলকে গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডকে ফাঁকি দিয়ে সেটা জড়িয়ে যায় এভার্টনের জালে। অসাধারণ গোলটি করে এসে ঠিক ক্রিশ্চিয়নো রোনালদো স্টাইলেই উদযান করলেন তিনি। ম্যানইউর হয়ে অন্য গোলদুটি করেছেন মার্কাস রাশফোর্ড এবং অ্যান্থোনি মার্শাল। রাশফোর্ড গোল করেন ৫৬ মিনিটে পেনাল্টিতে। অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ নিজে পেনাল্টি কিক না নিয়ে তাকে কিক নিতে দেন। মার্শালের গোল এসেছে ৭৫ মিনিটে।

গার্নাচোর এই গোলের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে রুনি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সেই দুটি বিখ্যাত গোলের সঙ্গে। ২০১১ সালে ম্যানসিটির বিপক্ষে ঠিক এ ধরনের একটি গোল করেছিলেন তখনকার ম্যানইউ তারকা ওয়েন রুনি। একই ধরনের অ্যাক্রোবেটিক স্টাইলে গোল করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোও। ২০১৮ সালে জুভেন্টাসের বিপক্ষে অনেক উঁচুতে উঠে অসাধারণ গোলটি করেন তিনি।

তবে ম্যানইউ কোচ এরিক টেন হাগ এখনই, এত অল্প বয়সে গার্নাচোকে প্রশংসার জোয়ারে ভাসাতে চান না। তিনি চান প্রিয় শিষ্যকে আগলে রাখতে। এ কারণে তিনি বলেছেন, 'গারনাচোর বয়স এখনও অনেক কম। সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। দুই গ্রেট ফুটবলারের সঙ্গে (রুনি-রোনালদো) সঙ্গে তুলনা করার আগে তার এখনও অনেক কাজ করার বাকি আছে।'

তিনি বলেন, 'তুলনা করবেন না। আমি মনে করি না এটা ঠিক। তাদের সবারই আলাদা আলাদা পরিচয় আছে। তবে গার্নাচোর ক্ষেত্রে বলতে হয়, তার সামনে এখনও অনেক কিছু অর্জনের বাকি আছে। তার এখনও অনেক বেশি পরিশ্রম করা উচিৎ। আপনাকে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। না হলে কিছু হবে না।' তবে এ ধরনের গোল যে সচরাচর করা সম্ভব নয়, তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

এভার্টন কোচ সিন ডাইচিও মুগ্ধ হয়ে গেছেন তার দলের বিপক্ষে করা গার্নাচোর গোলটি সম্পর্কে। তিনি বলে দিয়েছেন, তার নিজের সারাজীবনে দেখা সেরা গোল এটি (গোল অব লাইফটাইম)।

সাদা বলে অভিষেকের অপেক্ষা বাড়ল টংয়ের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের হয়ে সাদা বলে অভিষেকের অপেক্ষা বাড়ল জশ টংয়ের। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইংল্যান্ড লায়ন্সের চলমান অনুশীলন ক্যাম্পে পাওয়া চোটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দল থেকে ছিটকে গেলেন এই পেসার।

অ্যান্টিগায় আগামী ৩ ডিসেম্বর শুরু তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য টংয়ের বদলি হিসেবে নেওয়া হয়েছে আরেক পেসার ম্যাথু পটসকে। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য এখনও কোনো বদলি ঘোষণা করা হয়নি। এই ম্যাচগুলো হবে ১২ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

গত জুনে লর্ডসে দুইটি টেস্ট খেলে চমক দেখান টং। অভিষেকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে শিকার ধরেন ৫টি। পরে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলে উইকেট নেন ৫টি।

ইংল্যান্ডের হতাশাজনক বিশ্বকাপের পর ক্যারিবিয়ানে সাদা বলের দুই সংস্করণেই টংয়ের অভিষেকের সম্ভাবনা ছিল। টংয়ের দুর্ভাগ্যে সুযোগ পাওয়া ২৫ বছর বয়সী পটস এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলেছেন ৬টি, ওয়ানডে ৩টি।

অনির্দিষ্টকালের জন্য

ক্রিকেট থেকে বিরতিতে ব্রাভো

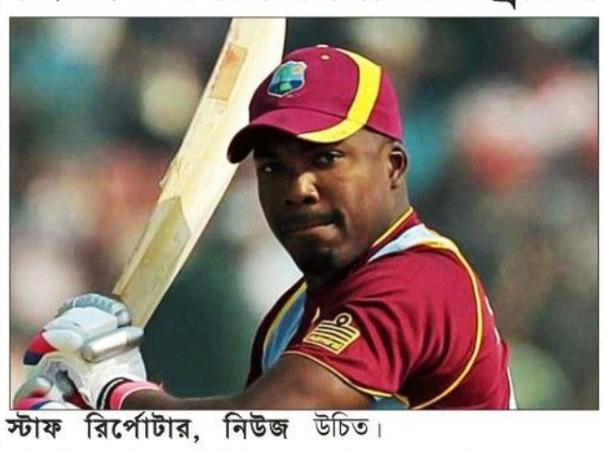

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে ডাক না পাওয়ার পর আপাতত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ড্যারেন ব্রাভো। অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান বিরতি নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে লম্বা এক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানান ব্রাভো। আবার কবে ফিরতে পারেন, সেটা উল্লেখ করেননি ৩৪ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

সবশেষ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলেছিলেন ব্রাভো। সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের লিস্ট 'এ' প্রতিযোগিতা সুপার ৫০-এ দারুণ পারফর্ম করলেও ইংলিশদের বিপক্ষে আসছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের বিবেচনাতে রাখা হয়নি তাকে। ওই টুর্নামেন্টে ৮৩.২০ গড়ে ৪১৬ রান করেন তিনি। ব্রাভো লিখেছেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা থেকেই কিছু সময়ের জন্য বিরতির সিদ্ধান্ত তার। চিন্তা করার জন্য আমি কিছুটা সময় নিয়েছি এবং ভেবেছি একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত।

জাতীয় দল ছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাডেমি স্কোয়াডেও জায়গা হয়নি ব্রাভোর, যে দলটি ঘরের মাঠে খেলছে আয়ারল্যান্ড একাডেমির বিপক্ষে। এমনকি তাকে রাখা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলেও। অভিমানী ব্রাভো লিখেছেন, বিরতির সিদ্ধান্ত নিতে তাকে একরকম বাধ্য করা হয়েছে।

তিনি জানান, কোনো ধরনের যোগাযোগ করা ছাড়াই আমাকে খুব অন্ধকার জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে তিনটি দল একাধিক সংস্করণ বা সিরিজে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেখানে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ জন খেলোয়াড় আছে। আমাদের আঞ্চলিক টুর্নামেন্টে যথেষ্ট রান করার পরও যদি এই দলগুলোর একটিতেও থাকতে না পারি, তাহলে তারা (নির্বাচকরা) মূলত আমাকে বলছে যে, আমার জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে ব্রাভো ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৫৬ টেস্ট, ১২২ ওয়ানডে ও ২৬ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তিন সংস্করণ মিলিয়ে রান করেছেন ৭ হাজারের বেশি।

আইপিএল: রাসেল-নারিনকে রেখে দিলো কেকেআর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরও একবার আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিনকে বেগুনি জার্সিতে দেখা যাবে। দুই ক্যারিবিয়ান তারকাকে রেখে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত আইপিএলে দুইজনই চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। ব্যাটে-বলে ফ্লপ। শোনা যাচ্ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই তারকা ক্রিকেটারকে রিলিজ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আরও একবছর রাসেল এবং নারিনকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল নাইট ম্যানেজমেন্ট। এই দুইজন ছাড়াও বিদেশিদের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে রহমানুল্লাহ গুরবাজ এবং জেসন রয়কে। ছেড়ে দেওয়া হয়েছে টাইগার অলরাউন্ডার সকিব আল হাসান, উইকেটকিপার-ব্যাটার লিটন দাস, ডেভিড উইসে, লকি ফার্গুসন, টিম সাউদি এবং জনসন চার্লসকে। ভারতীয়দের মধ্যে রিটেন করা হয়েছে নীতিশ রানা, রিঙ্কু সিং, শ্রেয়াস আইয়ার, সুয়শ শর্মা, অনুকূল রায়, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা এবং বরুণ চক্রবর্তীকে। আগের বছর চোটের জন্য খেলতে পারেননি আইয়ার। তার অনুপস্থিতিতে আইপিএলের শুরু থেকেই কেকেআরকে নেতৃত্ব দেন নীতিশ রানা। কিন্তু এবার টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই শ্রেয়াসের অধিনায়কত্বে খেলবে নাইটরা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে রিলিজ করে দেওয়া হয় শার্দূল ঠাকুর, উমেশ যাদব, আর্য দেশাই, এন জগদীশন, মনদীপ সিং, কুলবন্ত খেজরোলিয়াকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

বড় অবদান রাখবেন রোহিত, প্রত্যাশা গেইলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ফাইনালে তুলেছিলেন রোহিত শর্মা। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন এই ডানহাতি ওপেনার। তবে শিরোপা জিতাতে পারেননি দলকে। ঘরের মাঠে শিরোপা হারের কষ্ট ভুলতে এবার ভারতের সামনে আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে যৌথভাবে আয়োজিত হবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এই আসর। টি-টোয়েন্টিতে তেমন ছন্দে না থাকলেও এবারে বিশ্বকাপে রোহিত বড় ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করছেন ক্যারিবিয়ান সাবেক তারকা ক্রিকেটার ক্রিস গেইল।

সদ্য সমাপ্ত হওয়া বিশ্বকাপে রোহিত-কোহলির দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখেই 'ইউনিভার্স বস' নামে খ্যাত ক্যারবীয় তারকার এমন প্রত্যাশা। গেইল মনে করেন, দেশের প্রত্যাশা পূরণে ভবিষ্যৎ তাদের জাতীয় দলে খেলা উচিত।

গেইল বলেন, 'নিজেদের জন্য তাদের (রোহিত-কোহলি) দলে ডাকতে হবে। তারা যদি খেলতে চায়, কেন পারবে না? তারা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ডাকার যোগ্য।'

রোহিতের প্রশংসায় গেইল বলেন, 'আমি তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং পছন্দ করি। আমি চাই, ব্যাটাররা বোলারদের বিধ্বস্ত করুক। রোহিত শর্মা তাদের মধ্যে একজন যিনি এটি করতে পারেন।'

কোহলিকে নিয়ে ক্যারিবীয় তারকা বলেন, "ওয়ানডেতে ৫০ সেঞ্চুরি পাওয়াটা অবিশ্বাস্য। শচিন টেন্ডুলকারের মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভাঙাটা ছিল অসাধারণ। আমি কাউকে সেই রেকর্ডের কাছাকাছি যেতে দেখছি না।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR